R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী. চেয়ার, টেবিল,
খাট. সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
১৯ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩রা আশ্বিন, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
২০শে সেপ্টেম্বর ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

দীর্ঘদিন টাকা জমা দেয়া সত্ত্বেও বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে কেন বঞ্চিত বহু পরিবার—তদন্ত হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লায়ের ষ্টেশন সুপারের মদতে যেমন জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যান্ডের বেশী ভাগ দোকানে একজনের সংযোগ থেকে দীর্ঘদিন আলো জ্বলছে, ঠিক তেমনি বিদ্যুতের লাইন নিতে গেলে গ্রাহক পরিষেবা দূরে থাকুক, দফায় দফায় টাকা দিয়ে কর্মীদের আবদার সামলাতে হচ্ছে গ্রাহকদের। আবদার সামলানোর ক্ষমতা না থাকলেই তার ভাগ্যে বিদ্যুতের স্বাচ্ছন্দ্য দূরঅস্ত। মহম্মদপুরের অহাব সেখের অভিযোগ, বাড়ীতে বিদ্যুৎ নেবার জন্য ২000 সালের প্রথম দিকে অফিসে দরখাস্ত জমা দেন। এর কিছুদিন পর রাস্তার পোল থেকে সংযোগের দূরত্ব সরজমিন করতে দু'জন কর্মী আসে বাড়ীতে। এসেই টাকা চায়। না দিলে এনকোয়ারি রিপোর্ট গ্রাহকের বিপক্ষে চলে যাবে বলে। সেখানে তাদের ৩00 টাকা দিয়ে খুশি করতে হয়। অহাবের ছেলের অসুখ। অর্থের টানাপোড়েন। এতে ওদের কোন বিবেক বা বিবেচনা নেই। এরপর অহাব সেখের নামে কোটেশন আসে। ১৭৬0·00 টাকা ৯/৬/২000 বিদ্যুৎ দপ্তরে জমা দেন অহাব। তাঁর সার্ভিস কানেকশন নং JPR/433/D ; এরপর একদিন মিটার নিয়ে কানেকশন দিতে আসে দুই কর্মী। (শেষ পৃষ্ঠায়)

গরু-মোষের লেজ ধরে নদী পার হয়ে পাচার চলছে বাংলাদেশে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গঙ্গার জল বাড়ার সাথে সাথে ধুলিয়ান এলাকায় চোরা কারবার জমে উঠেছে। এখান থেকে প্রতিদিন গড়ে আড়াই থেকে তিন হাজার গরু-মোষ বাংলাদেশ পাচার হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, পাচারকারীদের লোকেরা গায়ে বেশী করে তেল মেখে গরু-মোষের লেজ ধরে বর্ষার ভরা গঙ্গা রাতের অন্ধকারে নিয়মিত পার হচ্ছে। একজোড়া পার করতে পারলেই তিন হাজার টাকা! স্থানীয় ভাষায় এদের রাখাল বলে। এদের মাথায় প্লাসটিকের প্যাকেটে জড়ানো থাকে মোবাইল, থাকে আগ্নেয়াস্ত্র। বি এস এফের হাতে মাঝে মধ্যে পাকড়াও হলেও ব্যাপক পাচারের দাপটে সেটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। ওপারে পার দেওনাপুর, পার লালপুর, পরানন্দপুর, শোভাপুর হয়ে গরু-মোষ চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে। ধুলিয়ান শ্মশান ঘাট এলাকার বি এস এফ ক্যাম্পটি প্রায় দেড় বছর আগে উঠে গেছে। বর্তমানে পাচারকারীদের সঙ্গে সামসেরগঞ্জ পুলিশের নাকি একটা ভালো সমঝোতা হয়ে গেছে। এর ফলে থানার পাশ দিয়ে নিয়মিত গরু-মোষের সারি চলে গেলেও পুলিশের মধ্যে কোন হেলদোল নেই। জেলা শাসকের দপ্তর থেকে সীমান্ত এলাকায় ১৪৪ ধারা (শেষ পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জ থানার আই সি একটু চোখ খুলুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের দু'-তিনটি লজের মালিক বাইরে থেকে মেয়ে এনে অবাধে দেহ ব্যবসার কারবার চালিয়ে যাচ্ছে শহরের বুকে বেপরোয়াভাবে। ছোট বড় সব মহলে এই নিয়ে কানাঘুষা চললেও স্থানীয় পুলিশ অদ্ভুতভাবে চুপ। এছাড়া শহরের জনকোলাহলের বাইরেও কোন কোন লজে এই ধরনের কারবার মাঝে মধ্যে চলছে বলে জানা যায়। শহরের মধ্যে নির্দিষ্ট দুটি লজে এই ধরনের অবৈধ কারবার নিয়ে এর আগেও হৈ চৈ হয়েছে। লালগোলা, বহরমপুর, মুরারই, ধুলিয়ান, পাকুড় এই সব এলাকা থেকে মেয়েরা এসে ভিড় জমাচ্ছে এখানে। আরও জানা যায়, (শেষ পৃষ্ঠায়)

পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের জোতকমল গ্রামের ইট ভাটা ব্যবসায়ী নিখিল দাস (৪৯) গত ১৪ সেপ্টেম্বর পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন। চিকিৎসার প্রয়োজনে কোলকাতা নিয়ে যাবার পথে ঐদিনই মাঝ রাস্তায় তিনি মারা যান। জানা যায়, মোটর সাইকেল নিয়ে বাড়ী থেকে বার হয়ে সামান্য কিছুটা গিয়েই একটি ট্রাকটরের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়। ট্রাকটরের চাকা নিখিলের কোমড়ের ওপর দিয়ে চলে যায়।

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা আশ্বিন, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

রূপান্তর ঃ কৃষি হইতে শিল্পে

যে কোন রূপান্তর মানেই অল্প বা বেশি অদলবদল বা পরিবর্তন। সময়, সমাজের প্রয়োজনে সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আর পরিবর্তনের ফলে সমাজকে কিছু স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়। ইহা ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম। রূপান্তর ঘটাইতে গিয়া বহু বাধার মুখোমুখি হইতে হয়, সামাজিক দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হইতে পারে। তাই বলিয়া পিছাইয়া পড়িলে চলে না। দেশের সরকারকে শক্ত হইতে হয়, আপন সিদ্ধান্তে অচল এবং অবিচল থাকিতে হয়। অগ্রগতি ও অগ্রগামিতার জন্য অন্য কোন বিকল্প থাকিতে পারে না। স্মরণ থাকিতে পারে—এই দেশে যখন রেলপথ স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছিল তখন রেলপথের লাইন বসানোর কাছে অনেক জমি জায়গা নষ্ট হইয়াছিল। বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে অনেক সময় ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়। ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া, ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কথা ভাবিয়া অনেক অনেক ক্ষেত্রে দৃঢ় সিদ্ধান্ত লইতে হয়।

ইদানীন্তনকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কৃষি জমিকে শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটানোর ব্যাপারে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে নয়া কৃষক নীতি গ্রহণ করিতে চলিয়াছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। কৃষি জমিতে স্থাপিত হইতে চলিয়াছে শিল্পের ভিত্তি প্রস্তর। কৃষি নীতিতে আসিয়াছে রূপান্তর। শোনা যাইতেছে—এই নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারটি উঠিয়া আসিয়াছে যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিংহ আলুওয়ালিয়ার মাথা হইতে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রম ও পুঁজি বাড়ানো যাইতে পারে, বাড়ানোও দরকার এবং তাহা সময়ের দাবী এবং প্রয়োজন অবশ্যই। দেশের জনসংখ্যাও উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। জীবিকার সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং দিতেছে। কিন্তু দেশের জমির পরিমাণ তো বাড়িতেছে না। আবার আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে, পারিবারিক ভাগাভাগির কারণে জমির দেহ হইয়াছে খন্ডিত বিখন্ডিত। সময়ের সঙ্গে কৃষক জীবনের বদল না ঘটাইতে পারিলে তাহাদের অবনমন ঘটিতে বাধ্য। প্রান্তিক চাষীদের সংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে বলিয়া তাহাদের ধারণা। তাই তাহাদের উন্নয়নের স্বার্থে কৃষক নীতির রূপান্তর সাধন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

সুখের কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ভাবনা অনেক আগেই ভাবিয়া তাহাকে বাস্তবে রূপদানে সচেষ্ট হইয়াছে। তাহাদের কথা হইল—কৃষি তাহাদের উন্নয়নের ভিত্তি আর শিল্প হইয়া উঠিবে তাহাদের দেশের ভবিষ্যৎ। তাই সমাজের স্বার্থে, দেশের জনগণের জীবন জীবিকার স্বার্থে, সর্বোপরি দেশের আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে কৃষি এবং শিল্প—এই দুই ক্ষেত্রে উন্নয়নের উদ্যোগ বাস্তবসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত বলা যাইতে পারে।

তুই কি মা জগদম্বা ?

শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

গোটা কত কথা আমি,
মা—দুর্গা আজ শুধাই তোরে—
তুই ছাড়া আর কেউ জানে না—
বলবি কি মা সত্যি ক'রে ?
ত্রেতা যুগে রামের সীতা
রাবণ-রাজা করলো হরণ,
সেই রাবণে বধ করিতে
পূজেন শ্রীরাম তোর শ্রীচরণ ?
শোনা-কথা—দেখিনি মা !
বলছি এ সব অনুমানে—
পদ্ম আনার ভার নাকি রাম
দিয়েছিলেন হনুমানে ?
এক পদ্ম তার কমতি হ'লে,
শ্রীরামচন্দ্র শুনি নাকি—
নীল পদ্মের অনুকল্পে
দিতে চেয়েছিলেন আঁখি ?
এখন পূজোর উপচারে
অভাব হ'লে কোনও রকম,
কষ্টলভ্য সকল দ্রব্য—
অনুকল্পেই গঙ্গোদকম্ !
কবে হ'তে তোর পূজোতে
চলতি হ'ল এমন বিধি—
ভক্ত করবে তোর পূজো মা
বাহাল ক'রে প্রতিনিধি ?
যদি বলিস্—
"মন্ত্রতন্ত্র সংস্কৃতে
বিপ্রগণ এই ভাষা জানে"
পূজার্চনার ভার সে কারণ
পান তাঁহারা দেবস্থানে।
"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং"
পড়েনি যে কভু ভুলে'
"যথা জ্ঞানং করবানি"
ব'লে নিচ্ছে—এ ভার তুলে।

কাঠামোটা গড়ে ছুতোর,
মূর্তি গড়ে শিল্পকারে,
ডোমের ডালা তাও লাগে মা
তোমার পূজোর উপচারে।

নৈবেদ্যাদি ভোগের জিনিস
চাষা তৈরী করে ক্ষেতে !
তবু তাদের যেতে মানা
জগদম্বার মন্ডপেতে !

যদি বল মূল্য দিয়ে
এ সব দ্রব্য কিনেন তাঁরা,
তন্ত্রধারক দক্ষিণা নেন
মন্ত্র কি মা মূল্য ছাড়া ?

নৈবেদ্য সব ব্রাহ্মণে নেয়
ভক্তবাড়ীর বস্তা সমেত।
"দেব-দ্রব্যং দ্বিজায় দদ্যাৎ
অন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥"

পূজোর সময় ঘৃণ্য ভেবে
ছুঁবি ছুঁবি বলে যারে,
বিজয়ার দিন প্রতিমাটি
চাপায় কিন্তু তাদের ঘাড়ে !

নির্মাণেতে নাই মা বাধা
আপত্তি নাই বিসর্জনে,
মধ্যে কেবল শূদ্র ক্ষুদ্র
অবহেলার বিষ-অর্জনে !

যদি বলিস্—উঁচু নীচু
গুণ-কর্ম-বিভাগেতে,
এ আইন মা সবাই মানি
আপত্তি মা, নাই যে এতে।

উৎকোচ খায় উপরি ব'লে
কিংবা কুসীদ ব্যবসায়ী,
কাঙাল-পীড়ন ব্যবসা যাদের,
কর্মজন্য নয় কি দায়ী !

মাংস চর্ম বেচে ব'লে
ঘৃণ্য জাতি চামার কসাই,
জ্যান্ত ব্যাটা আস্ত বেচে
রবে চির ঠাকুর মশাই !

হীন কর্মের কর্মী যে যে,
তোর কাছে কেউ নাই অচেনা
গুণ-কর্ম বিচার ক'রে
ঘাড়ে ধ'রে নামিয়ে দেনা !

আমার দোষে যে দন্ড হয়
দেমা নেবো বক্ষ পাতি'
সমদর্শী না হ'লে মা
বলবো তোরে পক্ষপাতী।

জগদম্বা নামটি ছেড়ে
"ব্রাহ্মণাম্বা" হও মা তুমি !
দূরে থেকে এই নিবেদন
করি রাঙা চরণ চুমি !

——

বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জের একটি লজে গত ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপিত হয় শ্রীমা শিল্প নিকেতন ও মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগের যৌথ উদ্যোগে। এই উপলক্ষ্যে প্রায় একশো ছেলেমেয়ের অঙ্কন, কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্য প্রতিযোগিতায় পারদর্শিদের পুরস্কৃত করা হয়। এই দিনের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন রবিউল সেখ, ননীগোপাল পোদ্দার, বিজয় মুখার্জী, কাশীনাথ ভকত প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডিপ্রেসড লীগের স্থানীয়সম্পাদক অশোক দাস।

সাড়ম্বরে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এবার সাড়ম্বরে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস পালন করেন। তাঁরা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের বাল্যকাল থেকে কর্মজীবন গীতি আলেখ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এই বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসল সিল্ক সঠিক দাম
আভিজাত্যের শেষ নাম

মির্জাপুর লুমলেস সমিতি

গরদ, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, গোল্ড প্রিন্ট, কাঁথা ষ্টিচ, স্বর্ণচরী, বালুচরী, জারদৌসী শাড়ীর অফুরন্ত আয়োজন। এ ছাড়া বাটিক প্রিন্ট ও বিভিন্ন ধরনের রেশম বস্ত্রের অভিজাত সমবায় প্রতিষ্ঠান।

মির্জাপুর মেন রোড
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ০৩৪৮৩/২৬২০৫৬
মোবাইল ঃ ৯৭৩২৬৪০৮৪৮/৯৭৩২৫৮৫৯৯৮

Government of West Bengal

Office of the Principal Agricultural Officer

Murshidabad, Berhampore

Abridged form of N. I. T. No. 01/RIDF—X/PAO (Msd.) of 2006—2007

Sealed Tender in West Bengal Form No. 2911 (i) are invited from the bonafied, resourceful, experienced, elligible contractors/Agencies etc. for the construction of Berbed wirefencing at the various Govt. Agril. Forms in the District of Murshidabad.

Gr. No (5) Reserved for Engineers' Co-operative vide G. O. No. 1341-F Dated 02. 02. 2001.

Gr. No.	Name of site	Estimated Amount (Rs.)	Token F/M (Rs.)	Time of complition.	Required credentiels.
1, 2, 4 & 5.	Hariharpara, Bharatpur-I, Raninagar-I BSF & Suti-II S. A. R. F.	3,35,471/- for each Gr. of works. (Gr. 1, 2, 4 & 5)	6,710/- for each Gr. of works (Gr. 1,2,4 & 5)	90 (Ninety days) for all Gr. of works.	60 (Sixty) percent of the amount put to the Tender in original construction works of symmetrical in nature.
3	Bharatpur-I B. S. F. only Suti-II S. A. R. F. respectively.	1347914/- for each Gr. of works (Gr. 3 only).	20000/- for each Gr. of works (Gr. 3 only).		

Important Dates & Times :—

1) Last date & time of application :— 11/10/06 upto 4.00 p. m.
2) Date & time of purchasing tender ducuments :— 16/10/06 upto 4.00 p. m.
3) Date & time of dropping of Tender documents :— 20/10/06 upto 1.00 p. m.
4) Date & time of opening :— 20/10/06 at 2.00 p. m.

Principal Agricultural Officer
Murshidabad, Berhampore.

Memo No. 586 (2) Inf. Msd. Date 14/9/06

ধুলিয়ানে হঠাৎ হেলিকপ্টার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ানে সামসেরগঞ্জ থানা লাগোয়া ছোট্ট জলা জায়গায় গত ১২ সেপ্টেম্বর দুপুর ২-৪৫ নাগাদ একটি হ্যালিকপ্টার ঝুপ করে নেমে পড়ে। কোন খবর না থাকায় ধুলিয়ানের মানুষের সঙ্গে পুলিশও অবাক হয়। শেষে জানা যায়, মালদা লোকসভার উপ নির্বাচন উপলক্ষে রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দেবাশিস সেন এবং আই জি, আইন শৃঙ্খলা রাজ কানোরিয়া মালদা যাবার পথে বৃষ্টিতে আবহাওয়া খারাপ থাকায় এখানে নামতে বাধ্য হন।

ভোটের ট্রেনিং নেয়া সত্ত্বেও শোকজ নোটিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মালদা লোকসভার উপ-নির্বাচনে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মঙ্গলজন রুরাল লাইব্রেরীর জুনিয়র লাইব্রেরীয়ান মহঃ ইসরাইল বিশ্বাসকে থার্ড পোলিং অফিসার হিসাবে নেয়া হয়। সেখানকার ডিষ্ট্রিক্ট ইলেকসন অফিসারের নির্দেশে গত ৯ ও ১১ সেপ্টেম্বর '০৬ যথারীতি রঘুনাথগঞ্জে রবীন্দ্র ভবনে ট্রেনিং-এর সভায় হাজির হন তিনি। অথচ মালদার ডিষ্ট্রিক্ট ইলেকসন অফিসার ৯ সেপ্টেম্বর ইলেকশন ট্রেনিং-এর সভায় যোগ না দেয়ার অভিযোগ এনে মহঃ ইসরাইল বিশ্বাসকে শোকজ এর চিঠি দিয়ে (মেমো নং ২০৫১/জি তাং ৯/৯/০৬) দু' দিনের মধ্যে জবাবের নির্দেশ দেন। সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এই ধরনের দৃষ্টান্ত কর্মীদের হতাশ করে।

একটু চোখ খুলুন (১ম পৃষ্ঠার পর)

সাগরদীঘি থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্টের দৌলতে নানা ঠিকাদারী সংস্থা এই এলাকায় ভিড় করায় দেহ ব্যবসা বেড়ে গিয়ে শহরের জনজীবনকে কলুষিত করছে। শুধু শহরই না—মির্জাপুর, মনিগ্রাম, চাঁদপাড়া, বাগপাড়ার আশপাশেও এই ধরনের কারবার শুরু হয়েছে।

পাচার চলছে বাংলাদেশে (১ম পৃষ্ঠার পর)

জারীর বিজ্ঞপ্তি প্রচার প্রহসন ছাড়া কিছু না—এ মন্তব্য ঐ এলাকার এক ভুক্তভোগী মানুষের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ ভদ্রলোক জানান—গরুর সঙ্গে ধুলিয়ান থেকে এখন প্রচুর পরিমাণে চালও পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে।

এবার পুজোয় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ীর বৈচিত্র্যে সাড়া জাগিয়েছে

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্ক প্রিন্টেড শাড়ীর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
(সুব্রত বাঘিড়া ও দেবব্রত বাঘিড়া শেষের ঘর)

মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং ঃ (০৩৪৮৩) ২৬২২২৯

এছাড়া আমাদের এখানে পাবেন কাঁথা ষ্টিচ করার তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড় ইত্যাদি।

★ উচ্চমান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয় ★

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে আমার পিতা অধুনামৃত তুলসীদাস মজুমদার দিং এর আনীত বহরমপুর সহকারী জেলা জজ আদালতের ১৯৫৩ সালের ৬নং বিভাগ বন্টন মোকদ্দমায় দাখিলী সোলেনামার শর্ত মোতাবেক ছোটকালিয়ায় দুর্গাপূজা ট্রাষ্টি কমিটির বর্তমানে বয়স্ক সদস্য আমি হইতেছি এবং উক্ত পূজার দায়-দায়িত্ব আমার। কিন্তু আমি বৃদ্ধ এবং কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ায় আমার পক্ষে উক্ত পূজা পরিচালনা করা সম্ভব না হওয়ায় আমি ছোটকালিয়ায় গ্রামে স্বয়ং হাজির থাকিয়া উক্ত পূজা পরিচালনার নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছি এবং উক্ত পূজা কমিটির উপর বর্তমান বৎসরের শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছি। উক্ত কমিটি আমাদের দীর্ঘকালের নির্মিত শ্রীশ্রীদুর্গা মন্দিরে তথা পূজা-মন্ডপে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত এবং পরিচালনা করিতে পারিবেন।

শ্রীঅহীন্দ্র মজুমদার
পিতা ৺তুলসীদাস মজুমদার
৪০/১/এম, কাঁকুলিয়া রোড
কলকাতা

পরিবার—তদন্ত হোক (১ম পৃষ্ঠার পর)

তখনও সেই টাকা। ১000 টাকা না দিলে কানেকশন হবে না তারা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। নিরুপায় অহাবের স্ত্রী নাজিরা বেগম পয়সার ভাঁড় ভেঙে কোন রকমে ৫00 টাকা দিতে রাজি হন। কিন্তু এতে কর্মীরা সন্তুষ্ট হয় না। পোল থেকে আশি ফুটের বেশী দূরত্ব দেখিয়ে মিটার নিয়ে চলে যায়। ২000 সালের জমা দেয়া ১৭৬0 টাকা আজও বিদ্যুৎ দপ্তরে জমা পড়ে আছে। বিদ্যুৎ দপ্তর কর্মীদের খুশি করতে না পারা আর একজন দরখাস্তকারী আক্তার হোসেন (লখু)। বাইরে রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। তাঁর অভিযোগ, সিকিউরিটি মানি ৬00 এবং লেবার চার্জ ১৮৫ টাকা (নং JD/4212 dt. 15/2/05) জমা দেন। এরপর বিদ্যুৎ দপ্তরের জনৈক কর্মী আফতাবউদ্দিন ও তার এক সহকর্মী আক্তারের বাড়ীতে কানেকশন দিতে এসে ১000 টাকা দাবী করে। এতে আক্তার আপত্তি জানান। এবারও সেই পুরোনো কায়দায় পোল থেকে বাড়ীর দূরত্ব ৮0 ফুটের বেশী নোট দিয়ে মিটার নিয়ে এরা চলে যায়। অথচ চাঁদির জুতোর জোরে এর কয়েক-দিনের মধ্যে আক্তার হোসেনের বাড়ীর দেয়ালে এ্যাংগেল পুঁতে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিতর্কিত কর্মী আফতাবউদ্দিনের তত্বাবধানে আক্তার হোসেনের দাদা সওকাত হোসেনের বাড়ীতে আরো ভিতরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়। কর্মীদের চাহিদা মতো টাকা দিয়ে তাদের খুশি করতে না পারলে বিদ্যুৎ সংযোগ হবে না। দুটো দৃষ্টান্ত দেয়া হলেও এই ধরনের অহাব—আক্তার বিদ্যুৎ দপ্তরের সব নিয়ম নীতি মেনে দীর্ঘদিন টাকা জমা দিয়েও বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, শুধুমাত্র কর্মীদের চাহিদা মতো তাদের খুশি করতে না পারার জন্য। এ দুর্ভাগ্য কার—বিদ্যুৎ দপ্তরের মাথা ভারী কর্তাদের না গরীব গ্রাহকদের এ প্রশ্ন লাইন না পাওয়া এক বৃদ্ধার।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি

এনেছে মহাপুজা, দীপাবলী ও ঈদের

● বিশেষ উপহার ●

- ☐ **MIS** (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৮% (৬ বছর)
- ☐ ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে।
- ☐ **NSC, KVP, LIP** ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ।
- ☐ গিফট্ চেক্ (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- ☐ অল্প সুদে (মাত্র ৯% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরেজীবীরা তো বটেই—অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- ☐ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ মাত্র ৯% থেকে ১২% মধ্যে।

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ ॥ দরবেশপাড়া

শ্রীনিমাইচন্দ্র সাহা
সম্পাদক

শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।